তৃতীয় দার্‌স

الدرس الثالث

বক্ষবিদীর্ণঃ

شق الصدر

এক দিন শিশু মুহাম্মাদ তাঁর দুধভাইয়ের (হালিমার ছেলের) সাথে তাঁবু থেকে দূরে খেলা-ধুলা করছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চার বছরের কাছা কাছি। এমতাবস্থায় হালিমার ছেলে ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে মায়ের কাছে দৌড়ে এসে তাকে কুরাইশী ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানালো। ঘটনা কি জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তর দিলো যে,দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত লোককে আমাদের কাছ থেকে মুহাম্মাদকে নিয়ে মাটিতে চিৎ ক'রে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি। তার বর্ণনা শেষ না করতেই হালিমা ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ে যান। গিয়ে দেখেন মুহাম্মাদ নিজ স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। হলুদ বর্ণ মুখমন্ডলে ভেসে গেছে। দেহ ফ্যাকাশে। তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দেন যে, তিনি ভাল আছেন। তিনি আরো বলেন,সাদা পোশাক পরিহিত দু'ব্যক্তি এসে তাঁর বক্ষবিদীর্ণ করে হৃদয় বের ক'রে কাল জমাট বাঁধা রক্ত বের ক'রে ফেলে দেয়। অতঃপর হৃদয়কে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। বক্ষে হাত ফিরিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। এর পর হালিমা মুহাম্মাদকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসেন। পরের দিন ভোর হতেই তিনি মুহাম্মাদকে তাঁর মায়ের কাছে মক্কায় নিয়ে আসেন। আমেনা অনির্ধারিত সময়ে হালিমাকে ছেলে নিয়ে আসতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হোন, অথচ তিনি ছেলের (নিজের কাছে রাখার) প্রতি ছিলেন অত্যধিক আগ্রহী। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে হালিমা বক্ষ বিদারণের ঘটনার পুরো বিবরণ দেন।

আমেনা নিজের ইয়াতীম শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে ইয়াসরাবে(মদীনায়) বনী নাজ্জার গোত্রে মামাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থান ক'রে ফেরার পথে **"আবওয়া"** নামক স্থানে মৃত্যু বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ফলে মুহাম্মাদ ছয় বছর বয়সে মাতৃ-স্নেহ ও আদরের ছায়া থেকে বঞ্চিত হোন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে এ অপূরণীয় ক্ষতির কিছুটা লাঘব করতে হয়। তাই তিনি তাঁর দেখাশুনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন আট বছর বয়সে পা রাখেন, তখন তাঁর দাদা ইহকাল ত্যাগ করেন। অতঃপর চাচা আবূ তালিব আর্থিক অভাব-অনটন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব নেন। রাসূলে করীম-ﷺ-এর চাচা আবূ তালেব ও তার স্ত্রী তাঁর (রাসুলের) সাথে আপন ছেলের ন্যায় আচরণ করেন। ইয়াতীম ছেলের সম্পর্ক আপন চাচার সাথে অনেকটা গভীর হয়ে উঠে। এ পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেন। সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর মত গুণে গুণান্বিত হয়ে যৌবনে পদার্পন করেন। এমন কি উক্ত গুণ দু'টি তাঁর পরিচায়ক উপাধিরূপে প্রসিদ্ধ লাভ করে। সুতরাং কেউ যদি বলে, আল-আমীন উপস্থিত হয়েছেন, বুঝা হতো মুহাম্মাদ-ﷺ-।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন কিছুটা বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবিকার্জনের চেষ্টা করেন। ফলে শ্রম ব্যয় ও উপার্জনের পালা আরম্ভ হয়। তিনি স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরাইশের কিছু লোকের ছাগলের রাখাল হিসেবে কাজ করেন। খাদীজা বিনতে খোয়াইলিদ কর্তৃক আয়োজিত এক বাণিজ্যিক ভ্রমণে সিরিয়া গমন করেন। খাদীজা ছিলেন বিত্তশালিনী বিধবা মহিলা। সে ভ্রমণে সম্পদ ও ব্যবসায়িক সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক ছিল তাঁরই দাস 'মাইসারাহ'। রাসূলে করীম-ﷺ-এর বরকত ও সততার কারণে খাদীজার এ ব্যবসায়ে নজীরবিহীন লাভ হয়। তিনি স্বীয় দাস মাইসারার কাছে এত লাভ হওয়ার কারণ কি জানতে চাইলে সে বলে, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেই বেচা-কেনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। ক্রেতার ঢল নামে। ফলে কারো প্রতি কোন যুলুম করা ব্যতিরেকেই লাভ হয় প্রচুর। খাদীজা তাঁর দাসের বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এমনিতেও তিনি মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি মুহাম্মাদের প্রতি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁকে বিবাহ করতে আগ্রহী হোন। তাই এ ব্যাপারে মুহাম্মাদের মনোভাব জানার উদ্দেশ্যে নিজের এক আত্মীয়াকে পাঠান। তখন তিনি ছিলেন পঁচিশ বছরের। তাঁর নিকট খাদীজার আত্মীয়া বিয়ের প্রস্তাব রাখলে তিনি তা গ্রহণ করেন। বিয়ে সম্পাদিত হয়। তাঁরা একে অপরকে পেয়ে সুখী হোন। তিনি খাদীজার অর্থ সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দেন। কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। খাদীজা গর্ভধারণ ও প্রসব করেন। ফলে খাদীজার গর্ভে জন্ম লাভ করেন কন্যাদের মধ্যে যয়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মেকুলসুম ও ফাতিমা। আর ছেলেদের মধ্যে কাসিম ও আব্দুল্লাহ, যারা শৈশবেই মারা যান।